BNGE! 4th Sem
Dr. Biswajit Podder

প্রাচীন ভারতীয় আর্য (আ: ১৫০০ - ৬০০ খ্রী:পূ)

প্রাচীন ভারতীয় আর্যের সময়কাল মোটামুটি ১৫০০ খ্রী: পূ: থেকে ৬০০ খ্রী: পূ:। এযুগের মূল নিদর্শন 'বেদ'এ। এই বেদ = ঋক, সা যজু:, অথর্ব। প্রত্যেক বেদের আবার চারটি অঙ্গ - সংহিতা, ব্রাহ্ম উপনিষদ, আরন্যক। এদের মধ্যে প্রাচীনতম হল ঋকবেদের অং যা প্রাচীন আর্যভাষার সবচেয়ে প্রামানিক দলিল।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১) বৈদিক ভাষায় ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং ম, সহ সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনিই প্রচলিত ছিল। যেগুলি বেদের পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত বা লোপ পেয়েছে।

২) স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে স্বরধ্বনির বিশেষ ক্রম গুন বৃদ্ধি, সম্প্রসারন পরিবর্তিত হয়।

গুন = স্বরধ্বনি অবিকৃত থাকলে।
যেমন - 'স্বপ্' ধাতু → স্বপ্ন (শব্দ) = অ অবি

বৃদ্ধি = স্বরধ্বনি দীর্ঘ হলে।
যেমন - 'স্বপ্' ধাতু → 'স্বাপ' (শব্দ) = অ → আ (দী

সম্প্রসারন = স্বরধ্বনি ক্ষীন হতে হতে লোপ পেলে শব্দের অ
ঋ, র, ব ধ্বনির স্থানে যথাক্রমে র, ই, উ, আসে।
যেমন - 'স্বপ্' ধাতু → সুপ্ত (শব্দ) = 'অ' লোপ; ব পরি
র্তিত হয়ে 'উ' হয়েছে।

3) সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মধ্যে সন্ধি সম্ভব হলে সন্ধি প্রায় অপরিহা ছিল।

4) যুক্তব্যঞ্জনের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ছিল যা পরবর্তীকালে মধ্যভারতীয় আর্যে যুগ্মব্যঞ্জন ও নব্যভারতীয় আর্যে এককব্যঞ্জনে পরিনত হয়েছিল। যেমন - ভক্ত > ভত্ত > ভাত।

5) বৈদিকে স্বর তিনপ্রকার - উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বর। একই শব্দে একটি অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরে স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে শব্দের অর্থই পরিবর্তিত হত। যেমন

রাজপুত্র = রাজা যার পুত্র (যাজার পিতা)
রাজপুত্র = রাজার পুত্র (পুত্রকে বোঝাচ্ছে)

Scanned with CamScanner

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

ক) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার তিনটি বচন (একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রচলিত ছিল। বচন ভেদে ধাতুরূপ ও শব্দ-রূপের পার্থক্য হতো।

খ) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতে আটটি কারক ছিল – কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক, অধিকরন কারক, সম্বন্ধাপদ ও সম্বোধন পদ। এই কারক গুলির পৃথক বিভক্তিচিহ্ন ছিল এবং বিভক্তিযোগে বিভিন্ন কারকে বিশেষ্য সর্বনাম ও বিশেষণের পৃথক রূপ হত।

গ) মূল ইন্দো-ইউরোপীয়ের মতো লিঙ্গ তিন প্রকার- পুং, স্ত্রী, ক্লীব। এবং বিশেষ্য বিশেষ্য শব্দের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ছিল নির্দিষ্ট। যেমন- লতা। ইহা ক্লীব লিঙ্গ হওয়া উচিৎ কিন্তু প্রা.ভা.আর্যে তা স্ত্রী লিঙ্গ বাচক শব্দ।

ঘ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে শব্দরূপের চেয়ে ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য ছিল অনেক বেশী।

ঙ) ক্রিয়াবিভক্তি দুরকম ছিল – পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ।
ধাতুও তিন ভাগে বিভক্ত ছিল- পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী।

চ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষে ক্রিয়ার পৃথক রূপ হতো।

ছ) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার পাঁচটি কাল ছিল-
লট্, লঙ্, লুট্, লিট্, লুঙ্। এদের মধ্যে লঙ্, লুঙ, লিট্ ছিল অতীত কালের প্রকারভেদ।

জ) বৈদিক ক্রিয়ায় পাঁচটি ভাব ছিল- অভিপ্রায়, নির্বন্ধ, নির্দেশক, সম্ভাবক, অনুজ্ঞা। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতে এদের মধ্যে প্রথম দুটি ছিল না।

ঝ) বৈদিক ধাতুর সঙ্গে ত্বা, ত্বায় ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে বহু অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হত। যেমন √পা + ত্বা = পীত্বা।

ঞ) বৈদিক ভাষার ধাতুর সঙ্গে শতৃ, শানচ প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে বহু বিচিত্র ক্রিয়াজাত বিশেষন সৃষ্টি করা হত।
যেমন √কৃ + শানচ্ = ক্রিয়মান।

ট) প্রা. ভা. আর্যে প্রচুর নতুন শব্দ গঠিত হত প্রত্যয় যোগে।
যেমন- বৃৎ + শানচ্ (মান) = বর্তমান।

Scanned with CamScanner